OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 74
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 596 - 601
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 596 - 601
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

শম্ভু মিত্রের ‘চাঁদ বণিকের পালা’ নাটকে নকশাল আন্দোলনের প্রভাব

মানিক দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কোস্টাল এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ রিসার্চ সেন্টার
এগরা সারদা শশিভূষণ কলেজ, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: manikdas162@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Naxalite Movement, Shambhu Mitra, Chand Baniker Pala, Chand Saudagar, Political instability, 1970s Kolkata.

Abstract
The Naxalite movement of the 1970s exerted a profound and far-reaching influence on the socio-cultural fabric of Bengal. Its impact extended beyond the immediate political and social spheres, significantly shaping contemporary literary expressions. Rather than engaging in direct representation of political events and activities, many writers and artists sought to evoke the underlying ethos of the time through symbolic and aesthetic mediation. The play ‘Chand Baniker Pala’ by Shambhu Mitra is situated within the ideological and historical context of this turbulent period. While Shambhu Mitra appropriates the narrative framework and character archetypes from the Mangal Kavya tradition, his interpretative stance and ideological concerns are articulated through the dramatic structure and dialogic exchanges of the play. The text reflects several defining features of the Naxalite movement, including class antagonism, covert violence, political manipulation, and an atmosphere of pervasive insecurity. The characters Beninandan and Karalicharan function as representatives of opposing political ideologies; however, both are ultimately characterized by opportunism and self-serving tendencies, thereby critiquing the moral ambiguities of political engagement during the period. Chand Saudagar may be interpreted as a symbolic embodiment of leadership within the discourse of class struggle, whereas Lakhindar represents the alienated and disoriented youth of the era, grappling with an acute crisis of identity. Furthermore, the repressive measures adopted by the state apparatus against the Naxalite movement find implicit representation in the third act of the play, particularly through the actions and experiences of the younger generation. Incidents such as the discovery of a young man’s corpse near a canal and recurrent threats of violence serve as evocative reminders of the grim realities associated with the movement.

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 74
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 596 - 601
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Discussion

সমকালীন সামাজিক অভিজ্ঞতাকে নাট্যকার শম্ভু মিত্র তার নাটকের মধ্যে সরাসরি ব্যবহার না করে রূপক ও প্রতীকের আড়ালে স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষের তথা এই বঙ্গদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার কথা তুলে ধরেছেন। 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকটি ১৯৭৮ খ্রি গ্রন্থাগারের প্রকাশিত হলেও তার আগে ১৯৬৫ থেকে ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বহুরূপী নাট্য পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এই কালপর্বে ভারতবর্ষের বৈদেশিক শক্তির সঙ্গে সংঘাত এবং আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংকট দেশবাসীর উপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। স্বাধীনতা পরবর্তী এই সময়ের পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু ও শরণার্থীদের আগমন এবং ফলস্বরূপ ১৯৬৫-৬৬ খ্রিষ্টাব্দ খাদ্য আন্দোলন, ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধ, ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে ইন্দিরা গান্ধীর মত রাজনৈতিক ব্যক্তির উত্থান, ১৯৬৭ এ পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন, ১৯৬৯ এর নকশাল আন্দোলন, ১৯৭১ এ মুজিবরের মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি ঘটনার দ্বারা যে অশান্তি ও আশঙ্কার পরিবেশ তৈরি হয়েছিল তার প্রতীকচিত্র শম্ভু মিত্রের 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটক। এদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি ও সামাজিক ইতিহাসে নকশাল আন্দোলন অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ২৫শে মে নকশালবাড়িতে কৃষকদের বঞ্চনার বিরুদ্ধে চারু মজুমদার, কানু সান্যাল দের নেতৃত্বে নকশাল আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। জমিদারের শোষণ ও অত্যাচারের প্রতিবাদে সর্বহারা কৃষকদের, শ্রমিকদের নিয়ে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির একাংশ তাদের নেতৃত্ববৃন্দের বিরোধিতা করে এক উগ্র বামপন্থী দল গঠন করে। যার নেতৃত্বে ছিলেন চারু মজুমদার। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মাও-সে-তুং এর আদর্শে অনুপ্রাণিত চারু মজুমদার তার লেখনির মাধ্যমে সারা ভারতে এই নকশাল আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেন। তার বিখ্যাত রচনা 'Historic Eight Document' বা আট দলিল যা ছিল আন্দোলনের মূল ভিত্তি।

শুধু গ্রামের কৃষকদের মধ্যে এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ থাকেনি। শহর কলকাতা ও এই আন্দোলনের কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। শোভা বাজার, দমদম, বেলেঘাটা, এন্টালি, কলেজ স্ট্রিট, বরানগর প্রভৃতি জায়গায় দের উপস্থিতি বেশ শক্তিশালী ছিল। শহর কলকাতার তরুণ যুব সমাজও এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে নকশালবদি ছাত্ররা 'বুর্জোয়া শিক্ষাব্যবস্থা' বলে আখ্যা দেয় এবং রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। কিন্তু আদর্শগত কারণে নকশালরা এক থাকতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়ের রচিত 'বাংলার সমাজ সংস্কৃতি ও নানা আন্দোলনের ইতিকথা' উল্লিখিত একটি অংশ উদ্ধৃত করা যায় –

> "১ মে, ১৯৬৯ এ কলকাতায় জনসভায় কানু সান্যাল আনুষ্ঠানিকভাবে টি প্রতিষ্ঠান কথা ঘোষণা করেন। পরবর্তীকালে অসীম চ্যাটার্জী পার্টি গঠনের সমালোচনা করে বলেছিলেন যে চারু বাবুর নকশালবাড়ি, আর প্রকৃত নকশালবাড়ি এক ছিল না। সিপিআই (এমএল) গঠনের সময় সঙ্গে সঙ্গে চীন পার্টি তাকে স্বীকৃতি দেয় এবং পিপলস ডেইলি পত্রিকায় পার্টির প্রস্তাব মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। পার্টি গঠনের সময় সি.পি.আই. (এম. এল.) এর সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন তারা যে সকলেই চারু বাবুর সঙ্গে একমত ছিলেন এমন নয়।"[১]

চারু মজুমদার ও বিপ্লবী সঙ্গী সাথীরা আন্দোলনকে হিংসাত্মক ও সশস্ত্র করে তুলেছিল। পরবর্তীকালে ১৯৭০ সালের দিকে নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে তারা একতা রক্ষা করতে পারেনি। তার সঙ্গে ছিল পুলিশ প্রশাসনের দমনমূলক অত্যাচার। ভুয়ো এনকাউন্টার থেকে শুরু করে ঠান্ডা মাথায় যুবকদের হত্যা করা, খালপাড়ে লাশ উদ্ধার হওয়া প্রভৃতি নৃশংস ঘটনা বাঙালিকে শোকাহত করেছিল। শুধু পুলিশ প্রশাসন নয়, সিপিআইএম ও নকশাল আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য সরকারকে সহযোগিতা করে। ফলস্বরূপ সিপিআইএম ও নকশালদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব সেই সময়ের ও সামাজিক পরিবেশ বেশ উত্তপ্ত করে তুলেছিল।

নাট্যকার শম্ভু মিত্র রচিত চাঁদ বণিকের পালা নাটকের কাহিনী চরিত্র সব মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য থেকে অনুসৃত হলেও ৭০-এর দশকের নকশাল আন্দোলনে নাট্যকারের শিল্পী মনের আন্তপ্রেরণায় যে প্রভাব ফেলেছিল তা নাটকের সংলাপের মধ্যে চরিত্রগুলির কার্যকলাপে লক্ষ্য করা যায়। নাটকের প্রথম পর্বে আমরা দেখি চাঁদ সওদাগর বাণিজ্য যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছে। চাঁদের মূল লক্ষ্য হল বাণিজ্যের দ্বারা দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনকে আলোকিত করে তোলা। তাই তার

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 74
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 596 - 601
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সমস্ত সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে নিয়ে আত্মীয়-স্বজন, সমাজ সংসারেরসমস্ত অপবাদকে মেনে নিয়ে রাষ্ট্র শক্তির প্রতিনিধি বেণীন্দনের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সবাইকে বলেছে ঐক্যবদ্ধভাবে থাকতে হবে। তাদের মনে ভরসা যুগিয়েছে, তাদেরকে আসার আলো দেখাতে চেয়েছে।

> "চাঁদ : ভাইসব এট্টা কথা মনে রাখা চাই, যে দিনেরেতে বুকে ভরসা রেখো আমাদের জয় হবেই হবে।"[২]

এই 'আমাদের জয়' শব্দবন্ধটির দ্বারা নাট্যকার তৎকালীন সমাজের শ্রেণী-সংগ্রামের রূপটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। নকশাল আন্দোলনের জমিদার-জোতদারদের বিরুদ্ধে যে শ্রেণী-সংগ্রামের পরিচয় পাই নাটকের তা প্রতিফলিত হয়েছে চাঁদ সওদাগরের এই সংলাপের দ্বারা। চাঁদ সওদাগর তার সমস্ত সওদাগরদের একত্রিত করে রাষ্ট্রশক্তির প্রতিনিধি লোভী স্বার্থান্বেষী বেণীনন্দনের মতন লোকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হয়েছিল।

শুধু চাঁদ সদাগর নয়, চাঁদ সদাগরের অন্যান্য সঙ্গী সাথীদের সংলাপেও এই শ্রেণী-সংগ্রামের কথা শুনতে পাই। সমুদ্রযাত্রার জন্য যখন সবাই প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন বনমালীর সঙ্গে দলের অন্যান্য সওদাগরের (শিবদাস, ভবতোষ, নরহরি) বিরোধ বাধে। বনমালীর অন্যায় আবদারকে মেনে নেওয়া হয়নি বলে দলের প্রধান চাঁদ সওদাগরকে সে নানা কটুকথায় অপমানিত করে। কিন্তু বিচক্ষণ নরহরি পরিস্থিতি বুঝতে পেরে দলের মধ্যে ভাঙ্গন রুখতে সবাইকে একসাথে থাকার কথা বলেছে। লক্ষ্য পূরণ করতে হলে একসাথে থাকাটা কতটা জরুরী তা নরহরির সংলাপে ধরা পড়ে। –

> "নর : আহা কলহেতে দুপক্ষে কিছু যুক্তি থাকে। কিন্তুক আমাদের সকলেরে একসাথে মিল্যে সমুদ্দুরে পাড়ি দিতে হবে - এইটা তো আমাদের সবচেয়্যা বড় লক্ষ্য?"[৩]

গ্রামে গ্রামে জমিদার জোরদার দের বিরুদ্ধে কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য কিংবা শহরের কলকারখানার মালিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীকে সুসংগঠিত করার জন্য নকশাল আন্দোলনের নেতারা এইভাবে ঐক্য বজায় রেখে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার কথা বলতেন।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করেন। নকশাল আন্দোলনকে দমন করার জন্য সেনাবাহিনী নামানো হয়। পূর্বেই উল্লেখ করেছি পুলিশ প্রশাসনের পাশাপাশি সিপিআই (এমএল) ও সরকারকে নানাভাবে সাহায্য করে এই আন্দোলনকে দমন করার জন্য। যার ফলস্বরূপ এক আশঙ্কার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। নকশাল ও বামপন্থীদের মধ্যেকার যে আদর্শগত দ্বন্দ্ব - তারই প্রতিফলন ঘটেছে এই নাটকে। বেণীনন্দন ও চাঁদসওদাগরের মধ্যেকার যে দ্বন্দ্ব তা যেন নকশাল ও বামপন্থীদের আদর্শগত দ্বন্দ্বের প্রতিকায়ন। রাষ্ট্রশক্তির প্রতিনিধি বেণীনন্দন স্বার্থান্বেষী, সুবিধাবাদী চক্রান্তকারী। মহামন্ডলিক বল্লভ আচার্যকে দিয়ে চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য যাত্রা রদ করতে চেয়েছে। কিংবা কেবট্টের মতো সাধারণ এক বনিককে চাঁদ সওদাগরের সমতুল্য হিসাবে তুলনা করেছে। বেণীনন্দনের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে চাঁদ সওদাগরকে তার অনুগামী নাবিক, পুত্রগণ, ধনসম্পত্তি, সামাজিক সম্মান সবকিছু হারাতে হয়েছে। চাঁদ সওদাগরের জীবনকে অশান্তির আগুনে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। এই সমস্ত ঘটনাবলী আমাদের নকশাল আন্দোলনের বীভৎসতাকে স্মরণ করায়। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর ষড়যন্ত্রের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। দেশে যখন রাজনৈতিক পরিবর্তনের আভাস সে পেয়েছে চাঁদ সওদাগরকে নিজের দলে টানতে চেয়েছে। যেখানে তার রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও সুবিধাবাদী মানসিকতার পরিচয় পাওয়া গেছে। শুধু বেনীনন্দন নয় করালীচরণ ও ভৈরবের দল বেণীনন্দনকে পরাজিত করে মহামান্ডলিক গদি লাভ করার জন্য চাঁদ সওদাগরকে নিজের দলে টানতে চেয়েছে। চাঁদ সওদাগর যদি রাজি না হয়ে নিরপেক্ষ থাকে তাহলে পরিণতি যে ভয়ংকর হতে পারে করালিচরণ ও ভৈরব তা হুমকির সুরে জানিয়ে দিয়ে আসে।

> "করালি : সদাগর, এই যুদ্ধ কেবল দুইট্যা পক্ষ।বেণী ও আমরা। কেউ যদি আমাদের সঙ্গতি না-আসে, তাহলে সে বিপক্ষীয় শত্রুর মতন। এর কোন মাঝ পথ নাই।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 74
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 596 - 601
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> ভৈরব : কারণ কেউ যদি নিরপেক্ষ থাকে তাহলে তো সাধারণ মনে সন্দেহ জন্মাতে পারে, যে আমাদের পক্ষে বুঝি পূর্ণ সত্য নাই। অতএব সওদাগর তারে মোরা গুঁড়্যায়ে নিকেশ কর্য়ে দিব। - নয়তো সে আত্মরক্ষার তরে কোন এট্টা পক্ষে যাক।”[৪]

ভয় দেখানো, খুন করা, হুমকি দেওয়া, দল ভাঙানোর মতো এই কাজগুলি আসলে তৎকালীন রাজনৈতিক ব্যাক্তিদের স্বার্থসিদ্ধি করা ও সুবিধাবাদী মানসিকতারই পরিচয়। নাট্যকার শম্ভু মিত্র তাঁর ‘চাঁদ বণিকের পালা’ নাটকে উক্ত সংলাপের দ্বারা পরোক্ষভাবে তারই প্রতিচ্ছবি তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

নাটকের দ্বিতীয় পর্বের শুরুতে আমরা লখিন্দররের প্রথম পরিচয় পাই। লখিন্দর যেন সত্তরের দশকের এক উদ্ভ্রান্ত যুবক। সনকা সবসময় মাতৃস্নেহে তাকে আগলে রাখতে চায়। লখিন্দরের সঠিক বয়স নাটকের মধ্যে উল্লিখিত হয়নি। নাট্যকার শুধু উল্লেখ করেছেন ‘লখিন্দর সবে যেন যৌবনের অশান্ত আরম্ভে’। অর্থাৎ লক্ষিন্দর যৌবনে পদার্পণ করেছে তা ধরে নিতে পারি। মঙ্গলকাব্যের লখিন্দর থেকে আলোচ্য নাটকে আমরা এক অন্য লখিন্দরকে পাই, যে সবসময়ই অন্তর দ্বন্দ্বে জর্জরিত। চারপাশের জীবনের নিচতা, হিংস্রতা, ইতরতা, নোংরামি সবকিছুই তাকে গভীরভাবে পীড়া দেয়। কখনো কখনো মায়ের স্নেহ তার কাছে গঙ্গা জলের মতো পবিত্র মনে হলেও সে মনে করে তার জীবনে মাতৃস্নেহ সবথেকে বড় বাধা। এই অনুভবে সে নিজেই নিজের সঙ্গে অন্তরে অন্তরে রক্তাক্ত। নাট্যকার লখিন্দর চরিত্রটিকে যেন তৎকালীন সমাজের তরুণ যুব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে নাটকে উপস্থাপিত করেছেন, যার মধ্যে দেখা দিয়েছে পরিচয়ের সংকট। যার জন্য তাকে বলতে শুনি – ‘আমি যেন কত গুল্যা প্রতিক্রিয়া খালি’ কিংবা ‘কিন্তুক আমি কে? আমারে তো খুঁজে আমি পাই না কখনো’। এই অস্তিত্বের সংকট যুবক লখিন্দরকে ক্ষতবিক্ষত করেছে। পিতার পরাজয়কেও সে মেনে নিতে পারেনি। লখিন্দর মনে করে তার পিতার পরাজয়ের কারণ এই পরিচয়ের সংকট, অস্তিত্বের সংকট। বীর পিতার সামান্য গৃহস্থ হিসাবে ফিরে আসার কারণ সে খুঁজে পেয়েছে।

> “লখি : (মাথা নেড়ে) সেই কথা নয়, সেই কথা নয়। (আঙুল নির্দেশ ক'রে)-তুমি কী? কে তুমি? মানুষের নিজের তো এটা কোনো পরিচয় থাকা চাই। নাকি, আমরা কেবল মুকুরের সুমুখে দাঁড়্যায়ে নানাবিধ ভূমিকায় অভিনয় কর্য়ে - কর্য়ে যাব? শুধুই মুখোশ? মানুষের মুখ নাই কোনো? - কী কর্য়ে বোঝাই আমি?-এইসব সামাজিক পরিচয় পার হয়্যা অপরিবর্তিত কোনো সত্তা নাই মানুষের? মানুষ কি শুধু কতগুল্যা প্রতিক্রিয়া? শুধু প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি? মানুষ?”[৫]

এই উক্তি মধ্যযুগের ব্যক্তির ক্ষেত্রে যতটা না প্রাসঙ্গিক তার চেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক সত্তরের দশকের রাজনৈতিক সংকটের সময়কার ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে। নকশাল আন্দোলনের উদভ্রান্ত যুগে বাঙালির মধ্যে যে সংকট দেখা দিয়েছিল নাটকে লখিন্দর সেই সমস্ত মানুষদের প্রতিনিধি।

নকশাল আন্দোলনের সময় যে নৃশংস হত্যালীলার চিত্র আমরা ইতিহাসে পাই তারই প্রতিচ্ছবি রয়েছে নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে। তৃতীয় দৃশ্যের প্রথম অংশে আমরা দেখি লখিন্দরের বিবাহ বাসর। অন্ধকাররূপিনি মনসার হাত থেকে লখিন্দরকে রক্ষা করার জন্য চাঁদ সওদাগর সাঁতালি পর্বতে লোহার বাসর ঘর নির্মাণ করেছে। এই লোহার বাসর ঘর নির্মাণের দায়িত্বে আছে তারাপতি কর্মকার। মঙ্গলকাব্যে আমরা দেখেছি তারাপতি কর্মকারকে ভয় দেখিয়ে মনসা লোহার বাসর ঘরে গোপন ছিদ্র রাখতে বাধ্য করেছে। কিন্তু শম্ভু মিত্রের ‘চাঁদ বণিকের পালা’ নাটকে দুই যুবক ভয় দেখিয়ে তারাবাতি কর্মকারকে নিশ্চিদ্র লোহার বাসর ঘরে ছিদ্র রাখতে বাধ্য করেছে।

> “প্রথম : (কিছুক্ষণ তারাপতির দিকে তাকিয়ে থেকে) কেউ দেখ্যা ফেলে নাই? (তারাপতি মাথা নাড়ে) যদি এটা সাচা কথা হয়, বেঁচ্যে যাবে। নাইলে (হাতের চাকুটা মুছতে-মুছতে) একদিন অকস্মাৎ দেখা যাবে, তোমার পুত্রেরে কারা যেন গল্যা চির‍্যা পথে ফেল্যে গেছে।
> দ্বিতীয় : (ঘোষণার মতো, কিন্তু নিম্ন স্বরে) গাঙ্গুড়ের তীরে যুবকের মৃতদেহ।”[৬]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 74
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 596 - 601
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

উদ্ধৃত অংশটির মধ্যে যে খুনের হুমকির কথা পাই তা আমাদের নকশাল আন্দোলনের হিংস্রতাকে মনে করিয়ে দেয়। নকশাল আন্দোলনের সময়ে কলকাতায় রাতের অন্ধকারে যেভাবে খুন হয়েছিল এটি যেন তারই এক নৃশংস চিত্র। ভাগ্যের পরিহাসে অনেক অসহায় পিতা মাতা কে সন্তান হারা হতে হয়েছিল।

১৯৬৭ - ৭১ সালের নকশাল আন্দোলন দমন জন্য পুলিশ প্রশাসন নারকীয় হত্যা লীলা চালায়। নকশালরা ও আন্দোলনের নামে খুন, লুণ্ঠন চালাতে থাকে। ফল স্বরূপ অনেক নৃশংস হত্যালীলার ঘটেছে, যার সাক্ষী হয়ে রয়েছে এই বাংলা। শহর কলকাতার কিছু এলাকা যেমন নকশালদের দখলে ছিল আবার কিছু এলাকা ছিল কংগ্রেস ও বামপন্থীদের শক্ত ঘাঁটি। এক পক্ষ আর একপক্ষের এলাকায় প্রবেশ করলে ফিরে আসার কোন সম্ভাবনা ছিল না। এই নারকীয় হত্যা লীলার চিত্র আছে তৃতীয় পর্বের প্রথম অংশে। এই দৃশ্যে কয়েকজন যুবকদের ক্রিয়া-কলাপ আমাদের নকশাল আন্দোলনের সেই হিংসাত্মক কথাকে স্মরণ করায়। নিজেদের এলাকা ছেড়ে অন্য এক এলাকায় প্রবেশ কড়ায় দুই যুবককে মারতে মারতে নিয়ে আসার ছবি দেখতে পাওয়া গেছে। মারতে মারতে চাপা উত্তেজনা পূর্ণ কণ্ঠে শাসানির সুরে যা বলতে শোনা যাচ্ছে তা যেন নকশাল আন্দোলনেরই এক প্রতিরূপ।

> ": শ্-শালা, মোদের পাটকে এস্যা বহ্বাস্ফোট কর্যে যাবে-
> : ভেব্যেছ কি মর্যে গেছি আমরা সকলে-
> : চৌমাথা পার হয়্যা শালা কেন এয়্যেছিলি আমাদের থানার ভিতরে-
> : চল্ শালা, এ দুট্যারে শেষ কর্যা দেই-
> : চল্-'গাঙ্গুড়ের তীরে যুবকের মৃতদেহ',- চল্ শালা-"[৭]

'গাঙ্গুড়ের তীরে যুবকের মৃতদেহ'-উদ্ধৃত অংশটি যেন বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকের রাজনৈতিক উত্তাল পরিস্থিতির বিভিন্ন খবরের কাগজের হেডলাইন।

১৯৭০ সালের পরবর্তী কালে নকশাল দমনে নামে যে অগণিত হত্যা লীলা চলে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘটনা যেমন বারাসাত হত্যাকান্ড, বরানগর - কাশিপুর হত্যাকান্ড, বেলেঘাটা হত্যাকাণ্ড, টালিগঞ্জের নেতাজি নগরের ঘটনা শহরবাসীকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। পুলিশ প্রশাসনের দমনমূলক নীতির নিষ্ঠুরতার কথা লোকমুখে শুনে, খবরের কাগজে পড়ে নাগরিক সমাজ শিহরিত হয়ে ওঠে। আমরা সেই শিহরণ জাগানো ঘটনাগুলোর ছায়া নাটকে তৃতীয় পর্বের প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তির সংলাপে পাই।

> "প্রথম : (চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে) দেখ্যেছ দেখ্যেছ, দুইজনা যুবকেরে যেন ধর্যা নিয়্যা গেল খালভূমিট্যায়?
> দ্বিতীয় : চল্যো এসো, চল্যে এসো, আমাদের ঐসবে কোনো কাজ নাই।
> প্রথম : হত্যা কর্যা দিবে নাকি?
> দ্বিতীয় : দিবে যদি দিবে। ভ্রাতৃহত্যা এয়্যেছে এ-দেশে, এ এখন বহুদিন রবে। তুমি চল্যে এসো।"[৮]

সমাজ সচেতন নাট্যকার তৎকালীন সময়ে দাঁড়িয়ে বাঙালি জনজীবনের এই জ্বলন্ত সমস্যাটিকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। পৌরাণিক কাহিনীর অণুসঙ্গে তিনি আধুনিক কালের যুগযন্ত্রণার ছবিটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। শম্ভু মিত্রের উদ্দেশ্য ছিল গ্রাম শহর সমস্ত শ্রেণীর দর্শকের মন জয় করা। তাই সমাজ জীবনের অভিজ্ঞতা সত্তরের দশকের নগর জীবনের বীভৎসতার কথা, বিকৃত সমাজ মানসিকতার চিত্র তুলে ধরে তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক 'চাঁদ বণিকের পালা' কে মঞ্চ সফল করে তুলেছিলেন।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 74
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 596 - 601
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Reference:

১. মুখোপাধ্যায়, ধ্রুবকুমার, 'বাংলার সমাজসংস্কৃতি ও নানা আন্দোলনের ইতিকথা', প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা ০৯, বইমেলা ২০২০, পৃ. ২৯৮
২. মিত্র, শম্ভু, `চাঁদ বণিকের পালা', এম.সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭৩, উনবিংশ সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৪৩০, পৃ. ২
৩. তদেব, পৃ. ২১
৪. তদেব, পৃ. ৮২
৫. তদেব, পৃ. ৫৯-৬০
৬. তদেব, পৃ. ১১৩
৭. তদেব, পৃ. ১১৯
৮. তদেব, পৃ. ১২১

Bibliography:

মিত্র, শম্ভু, `চাঁদ বণিকের পালা', এম.সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭৩, উনবিংশ সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৪৩০
মিত্র, শাঁওলি, গণনাট্য নবনাট্য সৎনাট্য ও শম্ভু মিত্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ০৯, ২০১৫
ঘোষ, জগন্নাথ, শম্ভু মিত্রের নাট্যচর্চা, দে'জ পাবলিশিং কলকাতা ৭৩, জানুয়ারি ১৯৯৮
দে, অপূর্ব (সম্পাদিত), চাঁদ বণিকের পালা: আধুনিক উপাখ্যান, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ০৯, জুলাই ২০১২
আক্তার, অনিরুদ্ধ আলি, চাঁদ বণিকের পালা: প্রাসঙ্গিক কিছু ভাবনা, প্রজ্ঞাবিকাশ কলকাতা ০৯, প্রথম প্রকাশ ২৬শে জানুয়ারি, ২০০৮
মুখার্জি, অরুণাংশু (সম্পাদিত), শম্ভু মিত্রের চাঁদ বণিকের পালা এক গভীর অভিনিবেশ, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি কলকাতা ০৯, সরস্বতী পূজা ১৪২৭
সেনগুপ্ত, অমলেন্দু, জোয়ার ভাটার ষাট-সত্তর, পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা ০৬, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭
Mitra, Ashok, Calcutta Dairy, Rupa & Company, Calcutta 73, 1979